প্রকাশনা

ফাতিহ প্রকাশন
দোকান নং ৫, কওমী মার্কেট (২য় তলা)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
যোগাযোগ : ০১৭৮২০০২৪২৭
ই-মেইল : fatihprokashon@gmail.com

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর ২০২২

প্রকাশক	সাগর ইসলাম
গ্রন্থস্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
ভাষা ও বানান সমন্বয়	মুহাম্মাদ আল আমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	ইলিয়াস বিন মাজহার

মূল্য : ২০০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, ওয়াফি লাইফ, ফাতিহ বুকশপ, বুকস্টার.কম,
আলাদাবই.কম, নবধারা বুকশপ, বইবাজার, বইফেরি,
ইসলামিক বুকফেয়ার.কম, ফাতিহ ইসলামিক বুকশপ।

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশের প্রতিলিপিকরণ, পুনর্মুদ্রণ, ফটোকপি, স্ক্যান, পিডিএফ প্রস্তুতকরণ, অন্যকোনো বই, ম্যাগাজিন, পত্রিকায় প্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াতের স্বার্থে বইয়ের কোনো অংশ ব্যবহার করতে চাইলে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা জরুরি। উপরিউক্ত শর্তাবলির লঙ্ঘন শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে অবৈধ।

সূচি

আরবের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ বিন বায রহিমাহুল্লাহর অনন্য অনবদ্য ভূমিকা ১৫
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা..... ১৮
আসলে কী ঘটেছিল তখন?..... ২২

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা..... ২৫
ইসলামে উলামায়ে কেরামের মান-মর্যাদা ও সম্মান..... ২৮
বাক্‌শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বনাম ভয়াবহতা।..... ৩৫

উলামায়ে কেরামের দোষচর্চা ও সমালোচনার কারণ..... ৪৬
(ক) উলামায়ে কেরামের আত্মসম্ভ্রমহীনতা..... ৪৬
(খ) হিংসা..... ৪৭
(গ) নফস বা আত্মপ্রবৃত্তির তাড়না..... ৪৮
(ঘ) অন্ধ অনুসরণ..... ৪৯
(ঙ) সাম্প্রদায়িকতা বা দলপ্রীতি..... ৫০
(চ) নেতিবাচক শিক্ষা ও বড়োত্ব প্রদর্শন..... ৫২
(ছ) নেফাকি চরিত্র ও সত্যকে অস্বীকার করার মন-মানসিকতা..... ৫৩
(জ) ধর্মনিরপেক্ষ ও তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের বিদ্বেষমূলক প্রোপাগান্ডা ও সভ্যতার ধ্বজাধারী মিডিয়ায় দীনবিধ্বংসী কার্যক্রমের নীলনকশা ৫৪

উলামায়ে কেরামের সমালোচনার ভয়াবহ পরিণতি ও আমাদের বর্তমান সমাজে তার প্রভাব.....৫৬
উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব, কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি.....৬৪

সামসময়িক পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরামের নিজেদের সম্মান রক্ষার পথ ও পদ্ধতি.....৬৬
ক. ইলম-আমল ও ইখলাসের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরাম হবেন সবার জন্য উত্তম আদর্শ।.....৬৬
খ. ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের সতর্ক থাকা এবং ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের শর্ত পূরণ করা।.....৬৮
গ. উলামায়ে কেরামের আরও সচেতনতা জরুরি।.....৬৯
ঘ. সত্যের ওপর অটল থাকতে হবে এবং হকপ্রকাশে হতে হবে নির্ভীক।.....৬৯

তিন যুগে সত্যের পথে টিকে থাকার যুদ্ধে উলামায়ে কেরামের পর্বতসম অটল-অবিচল থাকার তিনটি উপমা.....৭১

উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।....৭৬
ক. আমরা উলামায়ে কেরামের মান-সম্মানের ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ রাখব।.....৭৬
খ. নবি-রাসুল ও ফেরেশতা ছাড়া কেউই দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও নির্ভুল নন।.....৭৯
গ. কেয়ামত পর্যন্ত মতবিরোধ থাকবেই।.....৮০
ঘ. ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তের সুযোগ না দেওয়া।....৮০
ঙ. উলামায়ে কেরামের মতামত ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা।.....৮১
চ. নিজের সমালোচনায় সময় দেওয়া।.....৮২

আরবের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ও গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ আব্দুল আযিয ইবনে আব্দুল্লাহ বিন বায রহিমাহুল্লাহর অনন্য অনবদ্য

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যই সমর্পিত। হৃদয় নিংড়ানো হাজারো দুরুদ-সালাম নিবেদিত আমার প্রাণপ্রিয় নবি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য। রাসুলের একনিষ্ঠ অনুসারী, দীনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং আহলে বাইতের সকলের ওপর বর্ষিত হোক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ দয়া ও রহমত।

হামদ ও সালাতের পর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমার প্রিয় ভাই শাইখ নাসির ইবনে সুলাইমান আল উমরের লিখিত *'লুহুমুল উলামাই মাসমুমাহ'* (উলামায়ে কেরামের সমালোচনার নেপথ্যে)-শীর্ষক চমৎকার বইটির ব্যাপারে আমি জানতে পেরেছি। আমি দেখেছি, বইটিতে তিনি উলামায়ে কেরামের মান-সম্মান ও ফজিলত-সম্পর্কিত প্রায় সবকিছুই অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। শরয়ি দলিলনির্ভর ও সালাফে সালেহিনের আলোচনার আলোকে গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের খুঁটিনাটি সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

বাক্‌শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বনাম ভয়াবহতা।

বাক্‌শক্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের কিছু সময় ব্যয় করা প্রয়োজন। কারণ এ ব্যাপারে এখন আমরা অনেকেই অলসতা অবহেলায় ডুবে আছি। বর্তমানে কথার পদস্খলন থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা কোনো ধরনের সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজনও মনে করি না। সেজন্যই আমি এখন বাক্‌শক্তির মতো মহান একটি নেয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সামান্য আলোচনা করব। কারণ এটা এমন এক নেয়ামত, যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের দান করে আমাদের ওপর অসংখ্য অগণিত অনুগ্রহ করেছেন।

বাক্‌শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য পবিত্র কুরআনুল কারিমের একটি আয়াত আমাদের সামনে চমৎকার উপমা উপস্থাপন করে। হজরত মুসা আলাইহিস সালাম মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজ অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পেশ করে একটা আবদার জানিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে বলেছিলেন:

(গ) নফস বা আত্মপ্রবৃত্তির তাড়না

আমাদের সমাজে কিছু মানুষ এমনও আছে, যাদের অন্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বড়োত্বের অনুভূতি ও ভয় থাকা সত্ত্বেও তারা আত্মপ্রবৃত্তির টানে উলামায়ে কেরামের সমালোচনায় লিপ্ত হয়। মনের ক্ষোভ মেটাতে গিবত-শেকায়েত করে বেড়ায়! আমাদের জেনে রাখা উচিত, আত্মপ্রবৃত্তির টানে, মন্দ লোকের কথায়, বা বাজে মানুষের অনুগামী হয়ে উলামায়ে কেরামের সমালোচনা করা কখনোই একজন বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না। এ-রকমের মন্দ কাজ কখনোই ব্যক্তির জন্য দীনি-দুনিয়াবি কল্যাণ বয়ে আনে না।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন :

وَّلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

‘সুতরাং তুমি (মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার করো এবং) নিজের খেয়ালখুশির অনুগামী হবে না। অন্যথায় সেটা তোমাকে আল্লাহ তাআলার পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলবে।’[৩৭]

অন্য আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন :

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَآءَهُمْ ؕ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

‘আর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখুন, তারা শুধু নিজের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজের নফসের চাহিদা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।’[৩৮]

৩৭. সুরা সোয়াদ, আয়াত : ২৬।

৩৮. সুরা আল-কাসাস, আয়াত : ৫০।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আত্মপ্রবৃত্তির পূজা নফস অনুসরণকারী অনুকরণকারীর অন্তরকে বধির করে দেয়। আমাদের আকাবির আসলাফ বলতেন, তোমরা দুই ধরনের মানুষ থেকে বেঁচে থাকো— ক. আত্মপ্রবৃত্তির পূজারি, যাকে তার খাহেশাতে নফস বধির বানিয়ে রেখেছে। খ. দুনিয়ার অভিলাষী, যাকে দুনিয়ার ভালোবাসা অন্ধ বানিয়ে রেখেছে।'

(ঘ) অন্ধ অনুসরণ

পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাফের মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা নিজেদের পূর্বপুরুষদের গোমরাহি ও পাপাচারে লিপ্ত পাওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্ধ অনুসরণ অনুকরণে মত্ত ছিল। তাদেরকে সৎপথে ফিরে আসার আহ্বান করা হলে তারা বলত :

إِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ

> 'আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী হিসাবে, আর আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।'[৩৯]

আমাদের মনে রাখা উচিত, সব ধরনের অনুসরণ নিন্দনীয় না। হক্কানি উলামায়ে কেরাম অনুসরণ অনুকরণের হুকুম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেক পদ্ধতির হুকুম দীর্ঘ পরিসরে বর্ণনা করেছেন। মনে রাখবেন, আমি এখানে এমন অন্ধ অনুসরণের কথাই বলছি, যেটা মানুষকে উলামায়ে কেরামের সমালোচনা ও তাদের দোষচর্চায় লিপ্ত করে।

উদাহরণস্বরূপ : আপনি যদি কখনো কাউকে কোনো আলিমের সমালোচনা করতে শোনেন, তা হলে তার কাছে জানতে চাইবেন, ভাই! আপনি কি কখনও এই আলিমের আলোচনা শুনেছেন? সে বলবে, না ভাই, শুনিনি! তখন আপনি তাকে বলবেন, তা হলে আপনি যে উনার ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলছেন, কীভাবে বলছেন? তখন সে বলবে, আমি অমুকের কাছ থেকে এমনটা শুনেছি, তাই বললাম। (যদি বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য হন, তা হলে তার

৩৯. সুরা আজ-জুখরুফ, আয়াত : ২২।

৫. ইসলামের শত্রুদের চলমান প্রোপাগান্ডা ও নীলনকশার সফলতার নেপথ্যে এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সামনে অসংখ্য উদাহরণ পেশ করতে পারব। বিশেষভাবে ধর্মপ্রিয় সম্মানিত ব্যক্তি, ইসলামি রাষ্ট্রের বিচারকমণ্ডলী ও দীনের দায়িদের ব্যাপারে তাদের প্রোপাগান্ডা দিনদিন ভয়ংকর রূপ ধারণ করছে।

আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিদের মাঝে আলিম ও তালিবুল ইলম ভাইদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের মান-সম্মান নষ্ট করা সবার কাছে এখন মামুলি একটা বিষয় হয়ে গেছে। এ কারণেই আপনি দেখবেন, আমাদের দেশের ধর্মবিদ্বেষী মুনাফেক শ্রেণি ও পশ্চিমাপূজারি অধিকাংশ মানুষ উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অশালীন কথাবার্তা বলে। বিশ্বব্যাপী প্রোপাগান্ডার প্রভাবে কখনো কখনো তালিবুল ইলম ভাইদের থেকেও এ ধরনের ভয়াবহ ও ইমানবিধ্বংসী কথাবার্তা শোনা যায়।

আরও ভয়াবহ ব্যাপার হলো, আপনি কোনো সভা-সেমিনারে উপস্থিত হলে দেখতে পারবেন, সেখানে সমাজের সুপরিচিত, সৎকাজে আদেশ প্রদানকারী ও অসৎকাজ থেকে বাধা প্রদানকারী নির্দিষ্ট কোনো ইলমি প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই সমালোচনা হচ্ছে। সেখানকার আলোচকদের আপনি বলতে শুনবেন, 'এই প্রতিষ্ঠানের অমুক এই কাজ করেছেন! অমুক এই ভুল করেছেন! অমুক এই কল্যাণকর কাজটি ছেড়ে দিয়েছেন' ইত্যাদি আরও শত ধরনের অভিযোগ।

সুবহানাল্লাহ! আচ্ছা আপনি বলুন, পৃথিবীতে কি শুধু এই প্রতিষ্ঠানের লোকেরাই ভুল করে? অন্য কেউ কি আগে কোনো ভুল করেনি? কেন তা হলে অন্যদের ভুল ও দোষ-ত্রুটিগুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয় না?

কিছুদিন আগেই আমি শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম রহিমাহুল্লাহর ফতোয়াটির ব্যাপারে জানতে পেরেছি, যেখানে তিনি তালিবুল ইলম ও উলামায়ে কেরামের সমালোচনার ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করেছেন।

মূল ঘটনা হলো, শাইখের প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত কিছু তালিবুল ইলম প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল একজনের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। এটা বাস্তব যে, অভিযোগের মধ্যে অনেক বাড়াবাড়ি ছিল। ফলে তাদের সবাইকে অপমান করা

এমনকি এই সমালোচক শ্রেণির মানুষের কথা শুনে মানুষ কখনো এটা বলতে বাধ্য হয়, 'তারা কি করছেন না করছেন সেটা দেখা আমাদের জন্য আবশ্যক না। আমাদের এ ধরনের বিচারব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই; পাশ্চাত্য ও ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা আমাদের জন্য অনেক ভালো!

সুবহানাল্লাহ! আচ্ছা! আপনারাই বলুন, শুধু ইসলামি ঘরানার বিচারকরাই কি দোষী? আর অন্যান্য সবাই ফেরেশতা? তাদের কি কোনো ভুল নেই?

আমি মনে করি, এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা। পথভ্রষ্ট লোকেরাই এতে ইন্ধন জোগাচ্ছে সবচেয়ে বেশি। তাদের উদ্দেশ্য হলো—কৌশলে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের দেশ থেকে চিরতরে শরয়ি বিচারব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া। আমি এ সব কথা আন্দাজে ও অনুমাননির্ভর হয়ে বলছি না; বরং বাস্তবতা থেকেই বলছি। আমাদের সমাজে এখনও এমন অনেকেই আছে, যারা ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা চায়!

দীনের দায়িদের ব্যাপারে আর কী বলব! আমাদের সমাজের মানুষ এখন তাদের নিয়ে সমালোচনা করে অনেক বেশি। তারাই হয়তো এখন সমস্ত আলোচনা-সমালোচনার মূলবস্তু। এখন সমাজে তাদের এমন এমন মন্দ উপাধিতে সম্বোধিত করা হয়, যেগুলো আমরা আগে কখনও শুনিনি। জঙ্গি, সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, উগ্রবাদী, আরামপ্রিয়, ভোগবিলাসী—তাদের এসবকিছু বলা হয়! এই ধরনের আরও অজস্র ব্যঙ্গাত্মক উপাধিতে অত্যাচারী শাসকের সাঙ্গোপাঙ্গ ও চাটুকার চ্যালারা আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের ভূষিত করে। কখনো জালেম শাসকের পক্ষ থেকেই এই ধরনের বাজে লোকদের নিযুক্ত করা হয়, যাতে এই মহান মানুষদের তারা সম্ভ্রমহানি করতে পারে! মানুষের অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে!

আমাদের সকলের মনে রাখা প্রয়োজন, উলামায়ে কেরাম, তালিবুল ইলম, ইসলামি বিচারবিভাগের দায়িত্বশীল কাজি, শরয়ি পদ্ধতিতে হিসাবসংরক্ষক ও দীনের দায়িদের প্রতি এ ধরনের জঘন্য ঘৃণ্য হামলা ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের প্রজ্বলিত অগ্নিতেই শুধু ঘিই ঢালে। এসব মন্দ কাজ তাদের মনোবাসনা পূরণের জন্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের সকলকেই এই

সমাজে উলামায়ে কেরামের মানসম্মান বজায় রাখার জন্য আমাদের করণীয়

১. উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে আলোচিত কথাগুলো শুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া।

মনে রাখবেন, উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে যে কথাগুলো বলা হবে, অবশ্যই সেগুলো বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। আমাদের সমাজের মানুষ নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করা ও নানা উদ্দেশ্যে উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের কথা প্রচার করে। অতএব আমাদের সামনে উলামায়ে কেরামের যে কথাগুলো বর্ণনা করা হবে, অবশ্যই সেগুলো দলিলনির্ভর হতে হবে এবং গ্রহণযোগ্য মানুষের মাধ্যমে শুনতে হবে। কারণ খোঁজ নিলে দেখা যাবে, অনেক সময় তাদের নামে প্রচারিত বিষয় ও তথ্যটি ভুল হয়; এর কোনো শরয়ি ভিত্তি থাকে না। আমি এমন অনেক মানুষ দেখেছি যাদের নামে অনেক কিছু প্রচার করা হয়েছে, যখন তাদের কাছে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে, তখন তারা বলেছেন, আমরা এই ধরনের কথা-কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এর কোনো দায়ভার আমাদের নেই। এগুলোর সাথে আমাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।

এমনইভাবে শাইখ আব্দুল আযিয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহ নিজেও তার শিক্ষক শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিমের জীবদ্দশায় তার মতামতের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিম তাকে বলেননি, তুমি কে, যে আমার বিপরীতে ফতোয়া দিচ্ছ? নিঃসন্দেহে এটা শাইখ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহিমের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। অথচ এখানেও শরয়ি দলিলের আলোকে প্রণিধানযোগ্য মত ছিল শাইখ আব্দুল আযিয ইবনে বায রহিমাহুল্লাহর পক্ষে।

৪. অন্যান্য মানুষের চেয়ে উলামায়ে কেরামের দোষ-ত্রুটি কেন বেশি ধরা পড়ে? আপনারা কি জানেন, এর রহস্য কী? উলামায়ে কেরাম হলেন উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও শুভ্র-সফেদ মানুষ। তারা সকলের আদর্শ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি তারা মহান ও নীতিবান মানুষ। তাই যখনই তাদের কোনো ভুল প্রকাশিত হয়, সেটা মানুষের কাছে ধরা পড়ে বেশি। স্বভাবতই এটা সাদা কাপড়ে কালো দাগ লেগে থাকার মতো। সুতরাং যদি কখনো কোনো আলিমের ভুল হয়ে যায়, তা হলে কি এটা বলা হবে, আমরা তার ইলম-আমল সবকিছু থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেব? আপনি বলুন, এটাই কি ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার দাবি?

মনে রাখবেন, একজন আলিম হলেন ধবধবে সাদা কাপড়ের মতো। আর সাদা কাপড়ে ছোটো থেকে ছোটো দাগ লাগলেও তা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তাই উলামায়ে কেরামের জন্য আবশ্যক, তারা সবসময় নিজের অবস্থা যাচাই-বাছাই করতে থাকবেন। নিজেকে সব ধরনের ভুল-ভ্রান্তি থেকে দূরে রাখতে সচেষ্ট হবেন। নিজের আমল-আখলাক সুন্দর করা এবং মানুষের সাথে ভালো ব্যবহারের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। ঠিক তেমনই সাধারণ মানুষের জন্যও আবশ্যক হলো, তারা উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে কোনো কথা শোনামাত্রই সেটাকে বিশ্বাস করবেন না। যাচাই-বাছাই করা ছাড়া এটাকে সমাজে ছড়িয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ বিস্তার করবেন না।

৫. প্রশংসার সুরে তির্যক কথাবার্তা বলা থেকেও আমাদের বেঁচে থাকা উচিত। আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা কোনো বুজুর্গের প্রশংসা করতে করতে তাকে অনেক উঁচুতে তুলে ফেলে। তার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের